তারিখ 12 NOV 1988
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ...

দৈনিক বাংলা

রবিবার : শনিবার, ২৬শে কার্তিক, ১৩৯৫ : ১২ই নবেম্বর, ১৯৮৮

পাস-ফেলের খতিয়ান

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল নিয়ে শিক্ষার্থী আর অভিভাবক মহলের উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে একযোগে চারটি বোর্ডের ফলই প্রকাশ পেয়েছে। তবে উদ্বেগের অবসান ঘটলো কি বাড়লো বলা মুশকিল। চার বোর্ডে পাসের গড় চুয়াল্লিশ শতাংশ। অর্থাৎ ছাপ্পান্ন শতাংশ পরীক্ষার্থীকেই অকৃতকার্য-কারিতা বরণ করতে হয়েছে।

সকল এবং বিশেষ সাফল্যের অধিকারী সকল পরীক্ষার্থীর প্রতি আমাদের অভিনন্দন। শিক্ষাজীবনের পরবর্তী পর্যায়ে উচ্চতর সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে তারা জাতির আশা-আকাংক্ষা পূরণ করবেন, গড়ে তুলবেন সমৃদ্ধতর জীবনের ভিত, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। তবে পরীক্ষার্থীদের যে বিপুলতর অংশকে ব্যর্থতা বরণ করতে হলো তাদের উদ্দেশে আমরা কি বলতে পারি? সমবেদনা অর্থহীন। অন্যদিকে ব্যর্থতার দায় একান্ত-ভাবে পরীক্ষার্থীদের উপরই চাপাবো এমন মনের জোরই বা কোথায়? সংখ্যাগরিষ্ঠই যদি ব্যর্থ হয়, তার দায় গোটা পরি-বেশ আর শিক্ষাব্যবস্থাকেও স্পর্শ করতে বাধ্য।

উচ্চমাধ্যমের সাফল্য-ব্যর্থতা কেবল পাস-ফেল-এর গড় দিয়েই বিচার্য নয়। মাপকাঠি আরও আছে। যেমন আলাদা করে প্রতিটি বোর্ডের পরিসংখ্যান কিংবা পাসের মান নির্ণায়ক বিভাগের খতিয়ান। গোটা বিষয়টাকে এভাবে বিচার করলে ব্যর্থতার বহর আরো বেড়ে যায়। যেমন ঢাকা বোর্ডে যেখানে পাসের হার ষাটের কাছাকাছি, যশোর বোর্ডে পাসের হার তিরিশেরও নীচে দুটি বোর্ডের ফলে এমন বৈষম্য মেনে নিতে বাধে। কেননা একই দেশে মেধার এমন তারতম্য ঘটার কথা নয়।

একইভাবে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যাল্পতা কি আমা-দের আয়োজন আর প্রত্যাশার তারতম্যই প্রকাশ করছে না? শিক্ষাদানে ঘাটতি না থাকলে ব্যর্থতার হার এত উপরে ওঠার কথা নয়। পরীক্ষার ফল তাই আমাদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থার, বিশেষ করে পরীক্ষা পদ্ধতির, ত্রুটিই নির্দেশ করে। আমরা তাই সকল দায় পরীক্ষার্থীর ওপর চাপাতে অক্ষম।

পরীক্ষা ব্যবস্থার এ দুর্বলতা নিয়ে এর আগেও আলোচনা করা হয়েছে। জাতীয়ভাবে গৃহীত একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার ফলে এই বৈষম্য কোনো বিবেচনাতেই বাঞ্ছিত হতে পারে না। এর কিছু একটা প্রতিকার অপরিহার্য। শিক্ষার্থীর কাছে আমা-দের প্রত্যাশা আর শিক্ষার মূল আয়োজনের মধ্যে সঙ্গতি বিধা-নের মাধ্যমে পরীক্ষার ফলাফলকে যুক্তিগ্রাহ্য করা যেতে পারে। এদিকগুলো নিয়ে আমাদের অবশ্যই ভাবতে এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। অন্যথায় দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে প্রকাশিত ফল উদ্বেগ আর দুর্ভোগই বাড়তে থাকবে যা কাম্য নয়।